বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

ফোনঃ-০২২২৩৩-৮৮৯৪৯
ই-মেইলঃ-dgmlad1@krishibank.org.bd

ক্রেডিট বিভাগ

সার্কুলার লেটার নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ/৩(৭)/২০২২-২০২৩/ ৪ . ৪৫৭৪(১২৫৫) তারিখঃ ২৩/০৮/২০২২

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপমহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক ১৮ জুলাই, ২০২২ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬ প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (সংযোজনী-ক)।

০২। কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব, বহিঃবিশ্বে সাম্প্রতিক যুদ্ধাবস্থা প্রলম্বিত হওয়ার কারণে উদ্ভূত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং নতুনভাবে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও শ্রেণিকৃত ঋণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উপরোক্ত সার্কুলার এর মাধ্যমে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা জারী করা হয়েছে। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিমালাটি বিগত ০৪/০৮/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৮১২তম সভায় (২২/০৮/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদের ৮১৩তম সভায় দৃঢ়ীকৃত) উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ কর্তৃক নীতিমালাটি অত্র ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ে অনুসরনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে নীতিমালাটি অনুসরনের জন্য ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ে জারি করা হলো।

০৩। নীতিমালার সাধারণ নির্দেশনাবলী ঃ

(১) এ নীতিমালা ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠনের ন্যূনতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত এবং ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত। যে সকল গ্রাহক আর্থিকভাবে দুরবস্থায় রয়েছে অথবা গৃহীত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ আদায়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে যাতে নিয়মমাফিক পুনঃতফসিলিকরণ বা পুনঃপুনঃ পুনঃতফসিল পরিহার করা যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বিশেষ করে, অনুৎপাদনশীল খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা উৎপাদনশীল খাতের অলাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপযোগ্য হবে।

(২) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক দাখিলকৃত পুনঃতফসিলিকরণের আবেদনপত্র অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে ঋণ শ্রেণিকৃত হওয়ার কারণ উদ্‌ঘাটন করতে হবে। ঋণগ্রহীতা কর্তৃক তহবিল অন্যত্র স্থানান্তর কিংবা তিনি একজন অভ্যাসগত ঋণ খেলাপি হলে তার পুনঃতফসিলিকরণের আবেদনপত্র বিবেচনাযোগ্য হবে না; বরং উক্ত ঋণ আদায়ে প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) কোন ঋণগ্রহীতা প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট নগদে প্রদানপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন করলে আবশ্যিকভাবে আবেদনপত্র গ্রহণের ০৩ (তিন) মাস সময়ের মধ্যে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন গ্রাহক কর্তৃক চেক, পে অর্ডার বা অন্য কোন ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে প্রদান করা হলে উক্তরূপ ইনস্ট্রুমেন্ট নগদায়নের পর পুনঃতফসিলিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

(৪) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদনপত্র দাখিলের পূর্ববর্তী সময়ে নিয়মিত কিস্তি হিসেবে প্রদত্ত কোন অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। তবে, পুনঃতফসিলিকরণের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ব্যাংককে আগাম অবহিতকরণপূর্বক এর অব্যবহিত ৩ (তিন) মাস তথা ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত সময়ে জমাকৃত একীভূত অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে গণ্য করা যাবে।

(৫) ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গ্রাহকের দায় বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহকের সামগ্রিক ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা যাচাই করতে হবে।

(৬) গ্রাহকের তারল্য বিবরণী, নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, আয়-ব্যয় বিবরণী এবং অন্যান্য আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তি/বিদ্যমান দায় পরিশোধে গ্রাহকের সক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

(৭) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবসাস্থল সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুনঃতফসিলতব্য দায় পরিশোধের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবে কিনা তা যাচাই করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শনকালে যাচাইয়ের লক্ষ্যে পুনঃতফসিল সংশ্লিষ্ট নথি ও দলিলাদি শাখায় যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৮) উপরোক্ত ব্যাংকিং নিয়মাচারসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক কোন গ্রাহক ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে সক্ষম হবে মর্মে নিশ্চিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করা যাবে। অন্যথায়, পাওনা আদায়ে সম্ভাব্য সকল আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং যথাযথ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

বিষয়ঃ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার প্রসঙ্গে।

(৯) ব্যাংকের ক্রেডিট কমিটি কর্তৃক লিখিতভাবে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের যথার্থতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন করতে হবে। পুনঃতফসিলিকরণের ফলে ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা অর্জন এবং মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণ সহজতর হওয়ার স্বপক্ষে যৌক্তিক কারণ লিপিবদ্ধকরণসহ ক্রেডিট কমিটি যে সকল বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে ঋণ হিসাবটি পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে মর্মে নিশ্চিত হয়েছে তা উক্ত প্রত্যয়নপত্রে যথাযথভাবে বিধৃত থাকবে। এছাড়া, ব্যাংকের তারল্য অবস্থা এবং অন্যান্য গ্রাহকের ঋণ প্রাপ্যতার উপর পুনঃতফসিলিকরণের প্রভাব সম্পর্কেও উক্ত প্রত্যয়নপত্রে ব্যাখ্যা থাকতে হবে। ক্রেডিট কমিটি কর্তৃক ঋণ পুনঃতফসিলকরণের যথার্থতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন করার নিমিত্ত মাঠ কার্যালয় হতে ঋণ পুনঃতফসিলকরণের যথার্থতা সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র প্রেরণ করতে হবে (সংযুক্তি-২ মোতাবেক)।

০৪। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের সর্বোচ্চ সংখ্যা ও মেয়াদ এবং ন্যূনতম ডাউন পেমেন্ট ঃ

(১) শ্রেণিকৃত কোন ঋণ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বার পুনঃতফসিলযোগ্য হবে। তবে, খেলাপি ঋণ আদায়ের স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় ৪র্থ বার পুনঃতফসিল করা যাবে।

(২) মেয়াদ ঃ

(ক) ১ম ও ২য় বার ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ সময়সীমা হবে নিম্নরূপ ঃ

ঋণের প্রকৃতি	ঋণ স্থিতির পরিমাণ	সর্বোচ্চ মেয়াদ (গ্রেস পিরিয়ডসহ)
মেয়াদী ঋণ	১০০.০০ কোটি টাকার কম	৬ বছর
	১০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৫০০.০০ কোটি টাকার কম	৭ বছর
	৫০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	৮ বছর
চলমান ও তলবী ঋণ	৫০.০০ কোটি টাকার কম	৫ বছর
	৫০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩০০.০০ কোটি টাকার কম	৬ বছর
	৩০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	৭ বছর

(খ) ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ ৪(২)(ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত মেয়াদ হতে যথাক্রমে ন্যূনতম ১ বছর করে কম হবে।

[ব্যাখ্যাঃ কোন গ্রাহকের ঋণ হিসাব ২য় পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ ৭ বছর হলে ৩য় পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ৬ বছর এবং ৪র্থ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ৫ বছর]

(গ) কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ ১ম বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর এবং ২য় ও তৎপরবর্তী প্রতিবার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ২ বছর ৬ মাস।

(ঘ) ঋণের পরিমাণ বিবেচনায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রেস পিরিয়ড ০৬ মাস হবে। তবে, গ্রাহকের ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনায় উক্ত গ্রেস পিরিয়ডের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ বছর নির্ধারণ করা যাবে।

(ঙ) পুনঃতফসিলের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল সকল ঋণগ্রহীতার জন্য সমহারে প্রযোজ্য হবে না। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতার ক্ষতির পরিমাণকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নিয়ে পুনঃতফসিলের মেয়াদকাল নির্ধারণ করতে হবে। মেয়াদকাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পর্ষদ/নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপিত স্মারকে এবং সভার কার্যবিবরণীতে সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ থাকতে হবে।

(৩) ডাউন পেমেন্ট:

(ক) ১ম ও ২য় বার ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নগদ ডাউন পেমেন্ট এর হার হবে নিম্নরূপ:

ঋণের প্রকৃতি	ঋণ স্থিতির পরিমাণ	মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির	মোট বকেয়া ঋণের
মেয়াদী ঋণ	১০০.০০ কোটি টাকার কম	৭.০০%	৪.৫০%
	১০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৫০০.০০ কোটি টাকার কম	৬.০০%	৩.৫০%
	৫০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	৫.০০%	২.৫০%
চলমান ও তলবী ঋণ	৫০.০০ কোটি টাকার কম	-	৪.০০%
	৫০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩০০.০০ কোটি টাকার কম	-	৩.০০% তবে, ২.০০ কোটি টাকার কম নয়
	৩০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	-	২.৫০% তবে, ৯.০০ কোটি টাকার কম নয়

বিষয়ঃ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার প্রসঙ্গে।

(খ) মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তি ও মোট বকেয়া ঋণের বিপরীতে বর্ণিত শতকরা হারে হিসাবকৃত মোট পরিমাণের মধ্যে যেটি কম তা ন্যূনতম ডাউন পেমেন্ট হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(গ) ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট ৪(৩)(ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত হারের চেয়ে আবশ্যিকভাবে যথাক্রমে ১.০০% বেশি আদায় করতে হবে।

[ব্যাখ্যাঃ কোন গ্রাহকের ঋণ হিসাব ২য় পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্টের হার ৩.৫০% হলে ৩য় পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্টের হার হবে ৪.৫০% এবং ৪র্থ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্টের হার হবে ৫.৫০%]

(ঘ) সকল ঋণগ্রহীতার জন্য সমহারে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্ট আদায়ের শর্ত আরোপ করা যাবে না। ঋণগ্রহীতার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা ও নগদ প্রবাহ বিবেচনায় নিয়ে ডাউন পেমেন্ট এর হার নির্ধারণ করতে হবে।

০৫। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের পর নতুন ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম compromised amount আদায়:

(১) বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক এ সার্কুলারের আওতায় ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের পর পুনঃতফসিলকৃত ঋণ স্থিতির ন্যূনতম ৩% (রপ্তানিকারক ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে ২%) compromised amount নগদে আদায় সাপেক্ষে ঋণগ্রহীতাকে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে এবং ঋণগ্রহীতার বিদ্যমান ঋণসীমা বৃদ্ধি করা যাবে। তবে, নতুন ঋণ মঞ্জুরী বা ঋণসীমা বৃদ্ধির পূর্বে গ্রাহক প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মর্মে ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে। এছাড়া, দীর্ঘদিনের পুরাতন খেলাপি ঋণগ্রহীতাদেরকে নতুন ঋণ প্রদানে ব্যাংক কর্তৃক সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(২) অনুচ্ছেদ ৫(১) এ বর্ণিত হারে compromised amount প্রদানপূর্বক পুনঃতফসিলকৃত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে কোন গ্রাহক অন্য ব্যাংক হতে নতুন ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

০৬। নিয়মিত মেয়াদী ঋণ পুনর্গঠনের (Restructuring) ক্ষেত্রে পালনীয় শর্তাদি:

(১) নিয়মিত (অশ্রেণিকৃত: স্ট্যান্ডার্ড বা এসএমএ) মেয়াদী ঋণ (চলমান, তলবী বা অন্য কোন প্রকার ঋণ রূপান্তরের মাধ্যমে সৃষ্ট নয়) এর বিদ্যমান অবশিষ্ট মেয়াদের সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত মেয়াদ বর্ধিত করে ঋণ পুনর্গঠন করা যাবে। কোন ঋণ হিসাবকে ঋণের মেয়াদের মধ্যে শুধুমাত্র একবার এরূপ পুনর্গঠন সুবিধা প্রদান করা যাবে।

(২) কোন প্রকার ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ব্যতিরেকে মেয়াদী ঋণ পুনর্গঠন করা যাবে।

(৩) ঋণ পুনর্গঠন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(৪) পুনঃতফসিলকৃত কোন ঋণ পুনর্গঠন করা যাবে না।

০৭। বিশেষ নির্দেশনাবলী:

(১) তলবী ঋণ, চলমান ঋণ বা মেয়াদী ঋণ বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় এ জাতীয় ঋণসমূহকে একত্রিত করে একক ঋণ হিসেবে পুনঃতফসিল করা যাবে না। তবে, একই প্রকৃতির একাধিক ঋণ হিসাবকে (পুনঃতফসিলের ক্রম একই হওয়া সাপেক্ষে) একত্রিত করে একক ঋণ হিসেবে পুনঃতফসিল করা যাবে।

(২) শ্রেণিকৃত কোন ঋণ এ সার্কুলার জারির পূর্বে ৪ (চার) বা ততোধিক বার পুনঃতফসিলকৃত হলে বিশেষ বিবেচনায় ঋণ হিসাবটি সর্বশেষ একবার পুনঃতফসিল করা যাবে যা ৪র্থ বার হিসেবে গণ্য হবে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত এরূপ পুনঃতফসিলিকরণের সুযোগ থাকবে।

(৩) ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের পরও কোন ঋণ খেলাপি হয়ে পড়লে পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাংক আবশ্যিকভাবে অর্থ ঋণ আদালত, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, সালিশি, দেউলিয়া আদালত কিংবা অনুরূপ অন্য কোন আদালতে মামলা দায়েরসহ যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে, শ্রেণিকৃত কোন ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ব্যতিরেকে কিংবা পুনঃতফসিলিকরণের যে কোন পর্যায়ে বর্ণিত আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।

(৪) মূলধনী যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সৃষ্টির পূর্বে পর্ষদ হতে পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে আমদানি ঋণপত্র খোলার মাধ্যমে সৃষ্ট কোন তলবী ঋণ পুনঃতফসিলযোগ্য হবে না। এ ধরনের ঋণ তাৎক্ষণিকভাবে আদায়/সমন্বয় করতে হবে।

(৫) জাল-জালিয়াতি বা অন্য কোন ধরনের প্রতারণা/অনিয়মের মাধ্যমে সৃষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে এ সার্কুলারে বর্ণিত সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

(৬) এ সার্কুলারের আওতায় পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপিত নোটসহ ব্যাংকের পর্ষদ/নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক এবং সভার কার্যপত্রে সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা, গ্রাহকের আর্থিক সামর্থ্য, সুবিধা প্রদানের পর ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত তারল্য প্রবাহের প্রক্ষেপন প্রভৃতি বিষয়াদি যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে এবং ব্যাংক কর্তৃক due diligence যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

বিষয়ঃ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার প্রসঙ্গে।

(৭) ১ম ও ২য় বার ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি চূড়ান্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য হবে। তবে, ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(৮) 'ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি' এবং 'ব্যাংক পরিচালক' সংশ্লিষ্ট ঋণ পুনর্গঠন, পুনঃতফসিলিকরণ অথবা পুনঃতফসিল পরবর্তী নতুন ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৬ গ ও ২৭ ধারা এবং উক্ত ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪ তারিখ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

০৮। পুনঃতফসিলকৃত ঋণের শ্রেণিমান, সংস্থান ও স্থগিত সুদ সম্পর্কিত নির্দেশনা:

(১) গ্রাহকের বিদ্যমান আর্থিক সক্ষমতা ও পরিশোধের সামর্থ্য বিবেচনায় পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে যে কোন শ্রেণিমানে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

(২) এরূপ শ্রেণিকরণ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শকগণ পুনঃমূল্যায়ন করতে পারবে। ব্যাংক কর্তৃক ঋণ হিসাবকে যে শ্রেণিমানেই অন্তর্ভুক্ত করা হোক না কেন, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫গগ এর বিধানমতে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ পুনরায় খেলাপি হওয়ার পূর্বে ধারা ২৭কক(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে 'খেলাপি ঋণ' এবং গ্রাহককে 'খেলাপি ঋণগ্রহীতা' হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

(৩) মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ কিংবা ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে স্থগিত সুদ হিসাবে রক্ষিত সুদ এবং সংরক্ষিত প্রভিশন প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

০৯। পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন অনুমোদন:

ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের নির্বাহী কমিটি অথবা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন সংক্রান্ত কেস নিষ্পত্তি করতে হবে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণের আবশ্যকতা নেই।

১০। রিপোর্টিং:

(১) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি- তে রিপোর্ট করতে হবে। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে ঋণ হিসাবসমূহকে সিআইবিতে যথাক্রমে RS-1, RS-2, RS-3 ও RS-4 হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে। সুদ মওকুফপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিল করা হলে সেক্ষেত্রে যথাক্রমে RSIW-1, RSIW-2, RSIW-3 এবং RSIW-4 হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে।

(২) পুনঃতফসিল এর ক্রম সংখ্যা মঞ্জুরীপত্রে এবং সিএল ফর্মে মঞ্জুরীর তারিখ/সর্বশেষ নবায়ন/পুনঃতফসিলিকরণ কলামে RS-1/RS-2/RS-3/RS-4 অথবা RSIW-1/RSIW-2/RSIW-3/RSIW-4 হিসেবে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(৩) ব্যাংক কর্তৃক পুনঃতফসিলকৃত এবং পুনর্গঠিত ঋণের তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিবরণী আকারে প্রতি ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে দাখিল করতে হবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদিসহ হালনাগাদ বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের চাহিদা মোতাবেক উপস্থাপন করতে হবে।

১১। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬ তারিখ: ১৯ মে ২০১৩ এতদ্বারা রহিত করা হলো।

১২। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬ এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক ০৩ আগস্ট, ২০২২ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৩ (সংযোজনী-খ) এর জারিকৃত পরিমার্জিত নির্দেশনাসমূহ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় হবে।

১৩। এমতাবস্থায়, উল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরনপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ এবং পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করা হলো। পাশাপাশি পুনঃতফসিলকৃত এবং পুনর্গঠিত ঋণের তথ্যাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরনের লক্ষ্যে প্রতি ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী মাসের ০৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে (বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার সংযুক্ত ছক মোতাবেক) ক্রেডিট বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ এবং পুনর্গঠনের প্রস্তাব প্রেরনের ক্ষেত্রে প্রকল্প/প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শণপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন (সংযুক্তি-১ মোতাবেক) এবং ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের যথার্থতা সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র (সংযুক্তি-২ মোতাবেক) প্রেরণ করতে হবে।

অনুমোদনক্রমে-

সংযুক্তিঃ বর্ণণা মোতাবেক।

২৫/০৮/২০২২

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ০২২২৩৩-৮৮৯৪৯

বিষয়ঃ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার প্রসঙ্গে।

নং-প্রকা/ক্রেঃবিঃ/শাখা-১/৩(৭)/২০২২-২০২৩/ ৪৯৪(২২৫০) তারিখঃ ২৩/০৮/২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

Mhossain
২৮/০৮/২০২২

(মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

'সংযোজনী-ক'

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬

১৮ জুলাই ২০২২
তারিখ: -----------------
০৩ শ্রাবণ ১৪২৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬ তারিখ: ২৯ মে ২০১৩ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব, বহিঃবিশ্বে সাম্প্রতিক যুদ্ধাবস্থা প্রলম্বিত হওয়ার কারণে উদ্ভূত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং নতুনভাবে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও শ্রেণিকৃত ঋণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ সংক্রান্ত নতুন নীতিমালা জারি করা হলো।

৩। সাধারণ নির্দেশনাবলী:

(১) এ নীতিমালা ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠনের ন্যূনতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকসমূহ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করবে যা তাদের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। প্রণীতব্য নীতিমালায় এ সার্কুলারে বর্ণিত শর্তাদির চেয়ে নমনীয় কোন শর্ত যুক্ত করা যাবে না। যে সকল গ্রাহক আর্থিকভাবে দুরবস্থায় রয়েছে অথবা গৃহীত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ আদায়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে যাতে নিয়মমাফিক পুনঃতফসিলিকরণ বা পুনঃপুনঃ পুনঃতফসিল পরিহার করা যায় সে লক্ষ্যে নীতিমালাটিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশেষ করে, নীতিমালাটিতে অনুৎপাদনশীল খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা উৎপাদনশীল খাতের অলাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে কঠোর বিধি-নিষেধ থাকতে হবে।

(২) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক দাখিলকৃত পুনঃতফসিলিকরণের আবেদনপত্র ব্যাংক কর্মকর্তাগণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে ঋণ শ্রেণিকৃত হওয়ার কারণ উদ্‌ঘাটন করবে। ঋণগ্রহীতা কর্তৃক তহবিল অন্যত্র স্থানান্তর কিংবা তিনি একজন অভ্যাসগত ঋণ খেলাপি হলে তার পুনঃতফসিলিকরণের আবেদনপত্র বিবেচনাযোগ্য হবে না; বরং উক্ত ঋণ আদায়ে প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) কোন ঋণগ্রহীতা প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট নগদে প্রদানপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন করলে ব্যাংক আবশ্যিকভাবে আবেদনপত্র গ্রহণের ০৩ (তিন) মাস সময়ের মধ্যে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোন গ্রাহক কর্তৃক চেক, পে অর্ডার বা অন্য কোন ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে প্রদান করা হলে ব্যাংক উক্তরূপ ইনস্ট্রুমেন্ট নগদায়নের পর পুনঃতফসিলিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করবে।

(৪) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদনপত্র দাখিলের পূর্ববর্তী সময়ে নিয়মিত কিস্তি হিসেবে প্রদত্ত কোন অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। তবে, পুনঃতফসিলিকরণের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ব্যাংককে আগাম অবহিতকরণপূর্বক এর অব্যবহিত ৩ (তিন) মাস তথা ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত সময়ে জমাকৃত একীভূত অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে গণ্য করা যাবে।

(৫) ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গ্রাহকের দায় বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্রাহকের সামগ্রিক ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা যাচাই করবে।

চলমান পাতা/০২

(৬) গ্রাহকের তারল্য বিবরণী, নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, আয়-ব্যয় বিবরণী এবং অন্যান্য আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তি/বিদ্যমান দায় পরিশোধে গ্রাহকের সক্ষমতা সম্পর্কে ব্যাংক নিশ্চিত হবে।

(৭) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবসাস্থল ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুনঃতফসিলতব্য দায় পরিশোধের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবে কিনা তা যাচাই করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শনকালে যাচাইয়ের লক্ষ্যে ব্যাংক পুনঃতফসিল সংশ্লিষ্ট নথি ও দলিলাদি শাখায় যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৮) উপরোক্ত ব্যাংকিং নিয়মাচারসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক কোন গ্রাহক ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে সক্ষম হবে মর্মে নিশ্চিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করবে। অন্যথায়, পাওনা আদায়ে ব্যাংক সম্ভাব্য সকল আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যথাযথ প্রভিশন সংরক্ষণ করবে।

(৯) ব্যাংকের ক্রেডিট কমিটি লিখিতভাবে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের যথার্থতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন করবে। পুনঃতফসিলিকরণের ফলে ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা অর্জন এবং মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণ সহজতর হওয়ার স্বপক্ষে যৌক্তিক কারণ লিপিবদ্ধকরণসহ ক্রেডিট কমিটি যে সকল বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে ঋণ হিসাবটি পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে মর্মে নিশ্চিত হয়েছে তা উক্ত প্রত্যয়নপত্রে যথাযথভাবে বিধৃত করবে। এছাড়া, ব্যাংকের তারল্য অবস্থা এবং অন্যান্য গ্রাহকের ঋণ প্রাপ্যতার উপর পুনঃতফসিলিকরণের প্রভাব সম্পর্কেও উক্ত প্রত্যয়নপত্রে ব্যাখ্যা থাকতে হবে।

৪। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের সর্বোচ্চ সংখ্যা ও মেয়াদ এবং ন্যূনতম ডাউন পেমেন্ট:

(১) শ্রেণিকৃত কোন ঋণ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বার পুনঃতফসিলযোগ্য হবে। তবে, খেলাপি ঋণ আদায়ের স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় ৪র্থ বার পুনঃতফসিল করা যাবে।

(২) মেয়াদ:

(ক) ১ম ও ২য় বার ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ সময়সীমা হবে নিম্নরূপ:

ঋণের প্রকৃতি	ঋণ স্থিতির পরিমাণ	সর্বোচ্চ মেয়াদ (গ্রেস পিরিয়ডসহ)
মেয়াদী ঋণ	১০০.০০ কোটি টাকার কম	৬ বছর
	১০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৫০০.০০ কোটি টাকার কম	৭ বছর
	৫০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	৮ বছর
চলমান ও তলবী ঋণ	৫০.০০ কোটি টাকার কম	৫ বছর
	৫০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩০০.০০ কোটি টাকার কম	৬ বছর
	৩০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	৭ বছর

(খ) ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ ৪(২)(ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত মেয়াদ হতে যথাক্রমে ন্যূনতম ১ বছর করে কম হবে।

[ব্যাখ্যা।- কোন গ্রাহকের ঋণ হিসাব ২য় পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ ৭ বছর হলে ৩য় পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ৬ বছর এবং ৪র্থ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ৫ বছর]

(গ) কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ ১ম বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর এবং ২য় ও তৎপরবর্তী প্রতিবার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ২ বছর ৬ মাস।

(ঘ) ঋণের পরিমাণ বিবেচনায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রেস পিরিয়ড ০৬ মাস হবে। তবে, গ্রাহকের ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনায় উক্ত গ্রেস পিরিয়ডের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১ বছর নির্ধারণ করা যাবে।

(ঙ) পুনঃতফসিলের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল সকল ঋণগ্রহীতার জন্য সমহারে প্রযোজ্য হবে না। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতার ক্ষতির পরিমাণকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নিয়ে পুনঃতফসিলের মেয়াদকাল নির্ধারণ করতে হবে। মেয়াদকাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পর্ষদ/নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপিত স্মারকে এবং সভার কার্যবিবরণীতে সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ থাকতে হবে।

চলমান পাতা/০৩

(৩) ডাউন পেমেন্ট:

(ক) ১ম ও ২য় বার ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নগদ ডাউন পেমেন্ট এর হার হবে নিম্নরূপ:

ঋণের প্রকৃতি	ঋণ স্থিতির পরিমাণ	মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির	মোট বকেয়া ঋণের
মেয়াদী ঋণ	১০০.০০ কোটি টাকার কম	৭.০০%	৪.৫০%
	১০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৫০০.০০ কোটি টাকার কম	৬.০০%	৩.৫০%
	৫০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	৫.০০%	২.৫০%
চলমান ও তলবী ঋণ	৫০.০০ কোটি টাকার কম	-	৪.০০%
	৫০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩০০.০০ কোটি টাকার কম	-	৩.০০% তবে, ২.০০ কোটি টাকার কম নয়
	৩০০.০০ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব	-	২.৫০% তবে, ৯.০০ কোটি টাকার কম নয়

(খ) মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তি ও মোট বকেয়া ঋণের বিপরীতে বর্ণিত শতকরা হারে হিসাবকৃত মোট পরিমাণের মধ্যে যেটি কম তা ন্যূনতম ডাউন পেমেন্ট হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(গ) ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট ৪(৩)(ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত হারের চেয়ে আবশ্যিকভাবে যথাক্রমে ১.০০% বেশি আদায় করতে হবে।

[ব্যাখ্যা।- কোন গ্রাহকের ঋণ হিসাব ২য় পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্টের হার ৩.৫০% হলে ৩য় পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্টের হার হবে ৪.৫০% এবং ৪র্থ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্টের হার হবে ৫.৫০%]

(ঘ) সকল ঋণগ্রহীতার জন্য সমহারে ন্যূনতম ডাউন পেমেন্ট আদায়ের শর্ত আরোপ করা যাবে না। ঋণগ্রহীতার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা ও নগদ প্রবাহ বিবেচনায় নিয়ে ডাউন পেমেন্ট এর হার নির্ধারণ করতে হবে।

৫। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের পর নতুন ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম compromised amount আদায়:

(১) বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক এ সার্কুলারের আওতায় ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের পর পুনঃতফসিলকৃত ঋণ স্থিতির ন্যূনতম ৩% (রপ্তানিকারক ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে ২%) compromised amount নগদে আদায় সাপেক্ষে ঋণগ্রহীতাকে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে এবং ঋণগ্রহীতার বিদ্যমান ঋণসীমা বৃদ্ধি করা যাবে। তবে, নতুন ঋণ মঞ্জুরী বা ঋণসীমা বৃদ্ধির পূর্বে গ্রাহক প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মর্মে ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে। এছাড়া, দীর্ঘদিনের পুরাতন খেলাপি ঋণগ্রহীতাদেরকে নতুন ঋণ প্রদানে ব্যাংক কর্তৃক সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(২) অনুচ্ছেদ ৫(১) এ বর্ণিত হারে compromised amount প্রদানপূর্বক পুনঃতফসিলকৃত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে কোন গ্রাহক অন্য ব্যাংক হতে নতুন ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

৬। নিয়মিত মেয়াদী ঋণ পুনর্গঠনের (Restructuring) ক্ষেত্রে পালনীয় শর্তাদি:

(১) নিয়মিত (অশ্রেণিকৃত: স্ট্যান্ডার্ড বা এসএমএ) মেয়াদী ঋণ (চলমান, তলবী বা অন্য কোন প্রকার ঋণ রূপান্তরের মাধ্যমে সৃষ্ট নয়) এর বিদ্যমান অবশিষ্ট মেয়াদের সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত মেয়াদ বর্ধিত করে ঋণ পুনর্গঠন করা যাবে। কোন ঋণ হিসাবকে ঋণের মেয়াদের মধ্যে শুধুমাত্র একবার এরূপ পুনর্গঠন সুবিধা প্রদান করা যাবে।

(২) কোন প্রকার ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ব্যতিরেকে মেয়াদী ঋণ পুনর্গঠন করা যাবে।

(৩) ঋণ পুনর্গঠন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(৪) পুনঃতফসিলকৃত কোন ঋণ পুনর্গঠন করা যাবে না।

চলমান পাতা/০৪

৭। বিশেষ নির্দেশনাবলী:

(১) তলবী ঋণ, চলমান ঋণ বা মেয়াদী ঋণ বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় এ জাতীয় ঋণসমূহকে একত্রিত করে একক ঋণ হিসেবে পুনঃতফসিল করা যাবে না। তবে, একই প্রকৃতির একাধিক ঋণ হিসাবকে *(পুনঃতফসিলের ক্রম একই হওয়া সাপেক্ষে)* একত্রিত করে একক ঋণ হিসেবে পুনঃতফসিল করা যাবে।

(২) শ্রেণিকৃত কোন ঋণ এ সার্কুলার জারির পূর্বে ৪ (চার) বা ততোধিক বার পুনঃতফসিলকৃত হলে বিশেষ বিবেচনায় ঋণ হিসাবটি সর্বশেষ একবার পুনঃতফসিল করা যাবে যা ৪র্থ বার হিসেবে গণ্য হবে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত এরূপ পুনঃতফসিলিকরণের সুযোগ থাকবে।

(৩) ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের পরও কোন ঋণ খেলাপি হয়ে পড়লে পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাংক আবশ্যিকভাবে অর্থ ঋণ আদালত, বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি, সালিশি, দেউলিয়া আদালত কিংবা অনুরূপ অন্য কোন আদালতে মামলা দায়েরসহ যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে, শ্রেণিকৃত কোন ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ব্যতিরেকে কিংবা পুনঃতফসিলিকরণের যে কোন পর্যায়ে বর্ণিত আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।

(৪) মূলধনী যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সৃষ্টির পূর্বে পর্ষদ হতে পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে আমদানি ঋণপত্র খোলার মাধ্যমে সৃষ্ট কোন তলবী ঋণ পুনঃতফসিলযোগ্য হবে না। এ ধরনের ঋণ তাৎক্ষণিকভাবে আদায়/সমন্বয় করতে হবে।

(৫) জাল-জালিয়াতি বা অন্য কোন ধরনের প্রতারণা/অনিয়মের মাধ্যমে সৃষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে এ সার্কুলারে বর্ণিত সুবিধা প্রদান করা যাবে না।

(৬) এ সার্কুলারের আওতায় পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপিত নোটসহ ব্যাংকের পর্ষদ/নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক এবং সভার কার্যপত্রে সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা, গ্রাহকের আর্থিক সামর্থ্য, সুবিধা প্রদানের পর ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত তারল্য প্রবাহের প্রক্ষেপন প্রভৃতি বিষয়াদি যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে এবং ব্যাংক কর্তৃক due diligence যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

(৭) ১ম ও ২য় বার ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি চূড়ান্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য হবে। তবে, ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(৮) 'ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি' এবং 'ব্যাংক পরিচালক' সংশ্লিষ্ট ঋণ পুনর্গঠন, পুনঃতফসিলিকরণ অথবা পুনঃতফসিল পরবর্তী নতুন ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৬গ ও ২৭ ধারা এবং উক্ত ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪ তারিখ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৮। পুনঃতফসিলকৃত ঋণের শ্রেণিমান, সংস্থান ও স্থগিত সুদ সম্পর্কিত নির্দেশনা:

(১) গ্রাহকের বিদ্যমান আর্থিক সক্ষমতা ও পরিশোধের সামর্থ্য বিবেচনায় পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে যে কোন শ্রেণিমানে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

(২) এরূপ শ্রেণিকরণ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শকগণ পুনঃমূল্যায়ন করতে পারবে। ব্যাংক কর্তৃক ঋণ হিসাবকে যে শ্রেণিমানেই অন্তর্ভুক্ত করা হোক না কেন, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫গগ এর বিধানমতে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ পুনরায় খেলাপি হওয়ার পূর্বে ধারা ২৭কক(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে 'খেলাপি ঋণ' এবং গ্রাহককে 'খেলাপি ঋণগ্রহীতা' হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

(৩) মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ কিংবা ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে স্থগিত সুদ হিসাবে রক্ষিত সুদ এবং সংরক্ষিত প্রভিশন প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

৯। পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন অনুমোদন:

ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের নির্বাহী কমিটি অথবা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন সংক্রান্ত কেস নিস্পত্তি করতে হবে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণের আবশ্যকতা নেই।

চলমান পাতা/০৫

১০। রিপোর্টিংঃ

(১) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) তে রিপোর্ট করতে হবে। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে ঋণ হিসাবসমূহকে সিআইবিতে যথাক্রমে RS-1, RS-2, RS-3 ও RS-4 হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে। সুদ মওকুফপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিল করা হলে সেক্ষেত্রে যথাক্রমে RSIW-1, RSIW-2, RSIW-3 এবং RSIW-4 হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে।

(২) পুনঃতফসিল এর ক্রম সংখ্যা মঞ্জুরীপত্রে এবং সিএল ফর্মে মঞ্জুরীর তারিখ/সর্বশেষ নবায়ন/পুনঃতফসিলিকরণ কলামে RS-1/RS-2/RS-3/RS-4 অথবা RSIW-1/RSIW-2/RSIW-3/RSIW-4 হিসেবে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(৩) ব্যাংক কর্তৃক পুনঃতফসিলকৃত এবং পুনর্গঠিত ঋণের তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিবরণী আকারে (সংযোজনী-'ক' মোতাবেক) প্রতি ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে দাখিল করতে হবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদিসহ হালনাগাদ বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের চাহিদা মোতাবেক উপস্থাপন করতে হবে।

১১। বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ তারিখঃ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬ তারিখঃ ২৯ মে ২০১৩ এতদ্বারা রহিত করা হলো। তবে, এই সার্কুলার জারি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রহিতকৃত সার্কুলারদ্বয়ের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম বৈধ বলে গণ্য হবে।

১২। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৯(১)(চ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মাকসুদা বেগম)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২

সংযোজনী-'ক'

ব্যাংকের নামঃ

----------------- তারিখ ভিত্তিক তথ্য

(ক) ব্যাংকের মোট পুনঃতফসিলকৃত ও পুনর্গঠিত ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

(কোটি টাকায়)

মোট ঋণ	মোট পুনঃতফসিলকৃত ঋণের পরিমাণ	বর্তমান ত্রৈমাসিকে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের পরিমাণ	মোট পুনর্গঠিত ঋণের পরিমাণ	বর্তমান ত্রৈমাসিকে পুনর্গঠিত ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

(খ) ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক পুনঃতফসিলকৃত ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি (মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ১০০ কোটি ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ এবং চলমান ও তলবী ঋণের ক্ষেত্রে ৫০ কোটি ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ)

(কোটি টাকায়)

ক্রম	ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের TIN[1] এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে BIN[2]	মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ	মোট শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ	পুনঃতফসিলকৃত ঋণ স্থিতির পরিমাণ	মঞ্জুরীকালীন ঋণের প্রকৃতি (চলমান, তলবী, মেয়াদী ইত্যাদি)	কত তম পুনঃতফসিল (১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি)	ডাউনপেমেন্ট হিসেবে প্রদানকৃত অর্থ		মন্তব্য
								পরিমাণ	শতকরা হার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১										
২										

[1]TIN - Tax Identification Number. [2]BIN - Business Identification Number

(গ) ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক পুনর্গঠিত ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি (১০০ কোটি ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ ঋণ)

(কোটি টাকায়)

ক্রম	ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের Tax Identification Number (TIN)	মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ	বিদ্যমান ঋণের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	পুনর্গঠিত ঋণ স্থিতির পরিমাণ	পুনর্গঠিত ঋণের মেয়াদকাল	ডাউনপেমেন্ট হিসেবে আদায়কৃত অর্থ (যদি থাকে)		মন্তব্য
							পরিমাণ	শতকরা হার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১									
২									

স্বাক্ষর
(নাম ও পদবী)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবী:
অফিস ফোন নং:
মোবাইল ফোন নং:
ই-মেইল:

'সংযোজনী-খ'

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৩৩

০৩ আগস্ট ২০২২
তারিখ: -----------------
১৯ শ্রাবণ ১৪২৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬ তারিখ: ১৮ জুলাই ২০২২ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। উক্ত সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনার অধিকতর স্পষ্টীকরণ এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কতিপয় নির্দেশনা নিম্নরূপভাবে পরিমার্জন করা হলো:

ক) অনুচ্ছেদ ৩(৬) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

'ঋণগ্রহীতার নগদ প্রবাহের প্রক্ষেপন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্যালোচনা করে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তি/বিদ্যমান দায় পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে ব্যাংক নিশ্চিত হবে।'

খ) অনুচ্ছেদ ৩(৮) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

'উপরোক্ত ব্যাংকিং নিয়মাচারসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক কোন গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বাস্তবসম্মত/যৌক্তিক মর্মে প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ হিসাব পুনঃতফসিল করবে। অন্যথায়, পাওনা আদায়ে ব্যাংক সম্ভাব্য সকল আইনী ব্যবস্থা গ্রহণসহ যথাযথ প্রভিশন সংরক্ষণ করবে।'

গ) অনুচ্ছেদ ৩(৯) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

'ব্যাংকের ক্রেডিট কমিটি লিখিতভাবে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের যথার্থতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন করবে। পুনঃতফসিলিকরণের ফলে ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা অর্জন এবং মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণ সহজতর হওয়ার স্বপক্ষে যথাযথ কারণ লিপিবদ্ধকরণসহ যে সকল বিষয় বিবেচনায় ঋণের অর্থ আদায় হবে মর্মে ক্রেডিট কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়েছে তা উক্ত প্রত্যয়নপত্রে বিধৃত থাকতে হবে। এছাড়া, ব্যাংকের তারল্য অবস্থা এবং অন্যান্য গ্রাহকের ঋণ প্রাপ্যতার উপর পুনঃতফসিলিকরণের প্রভাব সম্পর্কেও উক্ত প্রত্যয়নপত্রে ব্যাখ্যা থাকতে হবে।'

ঘ) অনুচ্ছেদ ৩(৯) এর পর নতুন অনুচ্ছেদ ৩(১০) সন্নিবেশিত হবে:

'ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ তাদের প্রদত্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক পুনঃতফসিলিকরণ ও পুনর্গঠন কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবে।'

ঙ) অনুচ্ছেদ ৪(১) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

'শ্রেণিকৃত কোন ঋণ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বার পুনঃতফসিলযোগ্য হবে। তবে, গ্রাহকের নিয়ন্ত্রণবহির্ভুত কারণে শিল্প/ব্যবসা ক্ষতিগস্ত হলে সেক্ষেত্রে খেলাপি ঋণ আদায়ের স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় ৪র্থ বার পুনঃতফসিল করা যাবে। ৪র্থ বার পুনঃতফসিল করার পরও ঋণ আদায় না হলে পাওনা আদায়ে ব্যাংক আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যথাযথ প্রভিশন সংরক্ষণ করবে। কোন পুনঃতফসিলকৃত ঋণ অন্য কোন ব্যাংক কর্তৃক টেকওভার করা হলে টেকওভারকৃত ঐ ঋণে পূর্ববর্তী ব্যাংকের পুনঃতফসিলিকরণ ক্রম প্রযোজ্য হবে।'

চলমান পাতা/০২

চ) অনুচ্ছেদ ৭(৪) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

'ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি হতে পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির লক্ষ্যে ঋণপত্র খোলা/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট কোন তলবী ঋণ পুনঃতফসিলযোগ্য হবে না। এ ধরনের ঋণ অবিলম্বে আদায়/সমন্বয় করতে হবে।'

ছ) অনুচ্ছেদ ৮ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

'পুনঃতফসিলকৃত ঋণের শ্রেণিমান, প্রভিশন ও স্থগিত সুদ সম্পর্কিত নির্দেশনা:

(১) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫গগ এর বিধানমতে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ পুনরায় খেলাপি হওয়ার পূর্বে ধারা ২৭কক(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে 'খেলাপি ঋণ' এবং গ্রাহককে 'খেলাপি ঋণগ্রহীতা' হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। এতদসত্ত্বেও, ব্যাংক নিজস্ব বিবেচনায় পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে যে কোন বিরূপ শ্রেণিমান বিবেচনায় প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে পারবে।

(২) পুনঃতফসিল উত্তর যে কোন ঋণ হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল কর্তৃক পরিদর্শনকালে পুনঃতফসিলিকরণের সকল শর্ত পরিপালিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শ্রেণিকরণ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৩) পুনঃতফসিলিকরণ পরবর্তীতে আসল এবং সুদ মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সম কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। ছয়টি মাসিক অথবা দুইটি ত্রৈমাসিক কিস্তি অনাদায়ী হলে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ সরাসরি মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকরণ করতে হবে।

(৪) পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে স্থগিত সুদ হিসাবে রক্ষিত সুদ এবং পুনঃতফসিল পরবর্তী আরোপিত সুদ প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। উপরন্তু, মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত ঋণ ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে সংরক্ষিত প্রভিশন ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।'

জ) অনুচ্ছেদ ৯ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

'ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন অনুমোদন:

(১) ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণের আবশ্যকতা নেই এবং তা ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অনুচ্ছেদ ৯(২) ও ৯(৩) এ বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক নিষ্পত্তিযোগ্য হবে।

(২) ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ঋণ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের ন্যূনতম এক স্তর উপরের পর্যায় থেকে অনুমোদিত হতে হবে। পুনঃতফসিলিকরণের বিষয়টি যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। তবে, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে কোন ঋণ অনুমোদন করা হলে পুনঃতফসিলিকরণ/পুনর্গঠন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধনকৃত কোন ব্যাংকের ক্ষেত্রে কান্ট্রি ম্যানেজমেন্ট টীম অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত সমজাতীয় কমিটি/টীম কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(৩) কৃষি, কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যতিরেকে অন্যান্য ঋণ যে পর্যায়েই অনুমোদিত হোক না কেন ৩য় ও ৪র্থ বার পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। তবে, বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধনকৃত কোন ব্যাংকের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৯(২) এ বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালনীয় হবে।'

০৩। এতদ্ব্যতীত, সার্কুলারের অনুচ্ছেদ নং ৬(৩) ও ৭(৭) এতদ্বারা বিলুপ্ত করা হলো।

০৪। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৯(১)(চ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো এবং এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মাকসুদা বেগম)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

-----------শাখা

----------অঞ্চল।

পুনঃতফসিলিকণের নিমিত্ত প্রকল্প/প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন

০১। প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের নাম ও অবস্থান ঃ

০২। ঋণ গ্রহিতাদের নাম ও ঠিকানা ঃ

০৩। পরিদর্শনের তারিখ ঃ

০৪। ভোগরত ঋণের অবস্থা

ক) বিতরণের তারিখ ঃ

খ) বিতরণের পরিমান

১. পণ্য বন্ধকি ঃ

২. দায় বন্ধকি ঃ

গ) মার্জিনের হার

ঘ) দেয় তারিখ ঃ

ঙ) আদায় ঃ

চ) মেয়াদোত্তীর্ণ ঃ

ছ) স্থিতি ঃ

জ) ঋণের স্ট্যাটাস ঃ

০৫। প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের মার্জিনসহ ভোগকৃত ঋণের বিপরীতে সংরক্ষিত মালামালের বিবরণী (পরিদর্শন তারিখ পর্যন্ত)ঃ

ক) পণ্য বন্ধকি

ক্রঃনঃ	মজুদকৃত দ্রব্য (গ্রেডবিত্তিক থাকিলে তাহার বিবরণসহ)	পরিমান/সংখ্যা	গড় ক্রয়মূল্য	মোট ক্রয়মূল্য	মার্জিন	ব্যাংক ঋণ (অগ্রিম মূল্য)	পরিদর্শণ তারিখে ঋণের স্থিতি

খ) দায়-বন্ধকি

ক্রঃনঃ	মজুদকৃত দ্রব্য (গ্রেডবিত্তিক থাকিলে তাহার বিবরণসহ)	পরিমান/সংখ্যা	গড় ক্রয়মূল্য	মোট ক্রয়মূল্য	মার্জিন	ব্যাংক ঋণ (অগ্রিম মূল্য)	পরিদর্শণ তারিখে ঋণের স্থিতি

০৬। ঋণের বিপরীতে গৃহিত জামানতের বিবরণ ঃ

ঋণের ধরণ	গৃহিত জামানতের বিবরণ	জামানতের মূল্য ও এমসিএল	প্লেজে রক্ষিত/হাইপোথিকেশনে প্রদত্ত পণ্যের বাজারমূল্য (যেখানে প্রযোজ্য)

০৭। নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধিত না হওয়ার কারণ (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে) ঃ

০৮। ঋণ পুনঃতফসিল করা হলে উদ্যোক্তার ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা রয়েছে কি না ? হ্যাঁ / না

০৯। পুনঃতফসিলের নিমিত্ত প্রকল্প/প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক পরিদর্শন দলের মতামত ও সুপারিশ ঃ
(বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬, তারিখঃ ১৮/০৭/২০২২ মোতাবেক)

মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা

শাখা/কর্পোরেট শাখা ব্যবস্থাপক

মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/বিভাগীয় কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক

সংযুক্তি-০২

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের যথার্থতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকের তারল্য বিবরণী, নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, আয়-ব্যয় বিবরণী এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গ্রাহকের দায় বিবেচনায় বিকেবি, ---------- শাখা, ------ অঞ্চলের মেসার্স -------------- নামীয় ঋণ হিসাবটি বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬, তারিখঃ ১৮/০৭/২০২২ মোতাবেক পুনঃতফসিল করা হলে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণটি শ্রেণীকৃত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে, ডাউন পেমেন্টের অর্থ ব্যাংকের আয় খাতে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ব্যাংকের cash flow বাড়বে এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্দিষ্ট কিস্তিতে সমুদয় অর্থ সুদসহ পরিশোধিত হলে তা ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা অর্জনে সহায়ক হবে। পাশাপাশি ব্যাংকের প্রভিশন খাতে ব্যয় কমবে বিধায় মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষন সহজতর হবে। বর্নিত প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম/ব্যবসা চলমান আছে বিধায় তা হতে আয় এবং ঋণ গ্রহিতার অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ আদায় সম্ভব হবে।

মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা	শাখা/কর্পোরেট শাখা ব্যবস্থাপক	মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/বিভাগীয় কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক